চা গাছের পাতায় লাল মরিচা (Red Rust) রোগের আবির্ভাব: আমাদের করণীয়।

দেশের চা বাগানগুলো চা গাছের কান্ড আক্রমনকারী শৈবালঘটিত (*Cephaleuros parasiticus*) লাল মরিচা রোগটির সাথে বেশ পরিচিত। এই প্রজাতির শৈবাল কেবলমাত্র চা গাছের ১.৫-২ বছর বয়স্ক কান্ডে আক্রমন করে কান্ডের কোষ থেকে পুষ্টি আহরণ করে, ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। সাধারণত মার্চ-জুলাই মাসে নার্সারি ও চা আবাদি এলাকায় এই রোগটি দেখা যায়।

চিত্র: চা পাতার লাল মরিচা রোগ

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশের বিভিন্ন চা বাগানে চা গাছের পাতায় বিক্ষিপ্তভাবে *Cephaleuros* গোত্রের অন্তর্ভূক্ত *Cephaleuros virescens* নামক প্রজাতির শৈবালটির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়েছে। এ বছর প্রায় সব চা বাগানেই শৈবালটির আক্রমন মারাত্নক আকার ধারন করেছে। এই প্রজাতির শৈবাল মূলত চা গাছের খাদ্য উৎপাদনকারী সক্রিয় পাতা (maintenance leaves) ও বয়স্ক পাতায় আক্রমন করে আক্রমন স্থানে হলদে অথবা ছাই বর্ণের, উত্থিত, অসংখ্য গোলাকার দাগ সৃষ্টি করে। এই উত্থিত দাগগুলো মূলত ঐ শৈবালেরই জননকোষ আর দেহকোষের সমষ্টি। আক্রমনের ফলে পাতার সবুজ অংশ তথা ক্লোরোফিল নষ্ট হয়ে যায় যা পরবর্তীতে খাদ্য তৈরি ও নতুন কুঁড়ি সৃষ্টির প্রক্রিয়া ব্যাহত করে। এ অবস্থায় প্রায় দুই থেকে আড়াই মাস আক্রান্ত আবাদি থেকে কাঙ্খিত ফসল পাওয়া যায় না। শৈবালঘটিত পাতার এই লাল মরিচা রোগটি চা আবাদি ছাড়াও সেকেন্ডারী নার্সারি এবং বীজবাড়িতে প্রায় সারা বছরই দেখা যায়। তবে মার্চ-মে মাসে চা আবাদি এলাকায় আক্রমনের মাত্রা তীব্র হয়।

গবেষণার তথ্য মতে, অপেক্ষাকৃত দূর্বল গাছের পাতায় রোগটি বেশী দেখা যায়। চা আবাদি এলাকার সেকশনে অনুন্নত পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা, মাটিতে সহজলভ্য ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি (বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশিয়াম), সেকশনে দীর্ঘ সময় পানি স্বল্পতা তথা খড়ার প্রভাব, ফসল মৌসুমে আবাদি থেকে অতিরিক্ত মাত্রায় ফসল আহরন বা খাদ্য উৎপাদনকারী পাতা চয়ন, সেকশনে অপর্যাপ্ত ছায়া তরু, অনুমোদিত নয় এমন ছায়াতরু যেমন: একাশিয়া, শিশু, ইউক্যালিপটাস, মেহগনি, ইত্যাদির প্রাচুর্যতা শৈবালটির বিস্তার ও আক্রমনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

দমন ব্যবস্থাপনা:

প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে আক্রান্ত সেকশনে কপার অক্সিক্লোরাইড (যেমন, কপার ৫০ ডব্লিউপি/এমিভিট ৫০ ডব্লিউপি/সানভিট ৫০ ডব্লিউপি, ইত্যাদি) ২.৮ কেজি হারে অথবা ম্যানকোজেব (রিকোজেব ৮০ ডব্লিউপি) ২ কেজি হারে ১,০০০ লিটার পানিতে মিশিয়ে এক হেক্টরে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে দ্বিতীয় স্প্রে অবশ্যই ৭-১০ দিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে। স্প্রে করার সময় আক্রান্ত গাছ ভালভাবে ভিজিয়ে দিতে হবে।

পরবর্তী করনীয়:

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে চা আবাদি এলাকায় শৈবালটির আক্রমনরোধে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহন করতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব সেকশনের পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা উন্নত করতে হবে। বিটিআরআই থেকে আক্রান্ত সেকশনের মাটির নমুনা পরীক্ষাপূর্বক মাটিতে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদানের মাত্রা নিশ্চিত করতে হবে। খরা মোকাবেলায় চা আবাদিতে পর্যাপ্ত সেচ প্রদান এবং অনুমোদিত ছায়া তরু রোপনের মাধ্যমে আদর্শ ছায়া ব্যবস্থাপনা বজায় রাখতে হবে। ফসল মৌসুমে চা গাছের খাদ্য উৎপাদনকারী সক্রিয় পাতা চয়ন থেকে বিরত রাখার জন্য পাতিওয়ালদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ফসল মৌসুম শেষে তথা চা গাছ ছাঁটাই কার্যক্রম সময়ে ছাঁটাইত্তোর (এলপি, ডিএসকে, এমএসকে ও এলএসকে) ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে কপার জাতীয় ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করলে (২য় রাউন্ড ১৪ দিন পর) পরবর্তী সময়ে এই শৈবালের আক্রমন থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

২৪/০৪/২০১৮
মো: মশিউর রহমান আকন্দ
বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (উদ্ভিদ রোগতত্ত্ব বিভাগ)
বাংলাদেশ চা গবেষণা উনস্টিটিউট।